ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সালমানকে হত্যাচেষ্টা : চার্জশিট দিল পুলিশ — পৃঃ ৫

পন্টিংয়ের সর্বকালের সেরা একাদশে যারা — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৯১ ● কলকাতা ● ২৯ আষাঢ়, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৪ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত

৪৬১ টি কলেজের ৭২৩০ টি স্নাতক কোর্সের মেধাতালিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম দফাতেই চার লক্ষেরও বেশি পড়ুয়াকে আসন বরাদ্দ (অ্যালটমেন্ট) করা হল কেন্দ্রীয় ভর্তির পোর্টালে। শুক্রবার পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ৪৬১ টি কলেজের ৭২৩০ টি স্নাতক কোর্সের মেধাতালিকা। মেধার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে মোট ৪ লক্ষ ২২ হাজার ২৪৫ জন 'ইউনিক' ছাত্রছাত্রীকে আসন বরাদ্দ করা হয়েছে।উচ্চশিক্ষা দপ্তর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, প্রথম ধাপেই অ্যালটমেন্ট পাওয়া পড়ুয়াদের যে কোনও কলেজে নির্ধারিত ফি জমা করে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কলেজে আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, তা অপছন্দের হলে ভর্তির সময়েই পড়ুয়াকে আপগ্রেডেশনের অপশন দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে আপগ্রেড রাউন্ডে ওই পড়ুয়ার পছন্দের তালিকার উপরের দিকের কলেজ ও কোর্সে আসন ফাঁকা হলে, তাঁকে সেই আসনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

তবে শুক্রবার প্রথম ধাপেই যারা নিজেদের পছন্দের তালিকার একেবারে শীর্ষে থাকা কলেজ/কোর্সে অ্যালটমেন্ট পেয়েছে, তাদের আর আপগ্রেডেশনের সুযোগ থাকছে না। ১৮ জুলাই প্রথম ধাপের ভর্তি সম্পন্ন হবে। ২৩ জুলাই আপগ্রেড রাউন্ডের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে ও পড়ুয়াদের আসন বরাদ্দ করা হবে। তার ভিত্তিতে ফি জমা

এরপর ৩ পাতায়

বিধানসভা উপনির্বাচনে চারে চার তৃণমূল, বিরোধী শূন্য

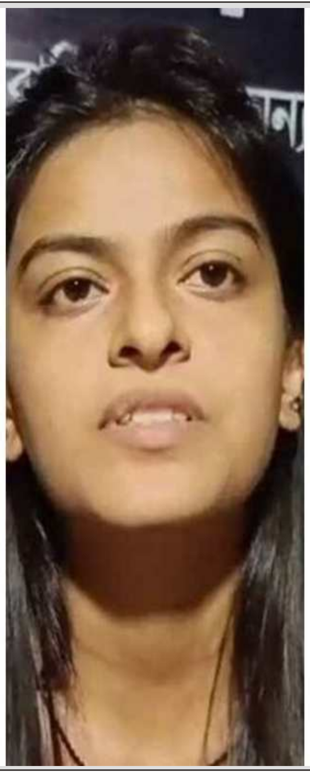

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : গত ১০-ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চার কেন্দ্র বিধানসভা উপনির্বাচন হয় এবং আজ অর্থাৎ শনিবার সেই ভোটের ফলাফল ঘোষিত হতেই প্রথম থেকে এগিয়ে ছিল চার কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী বেলা বাড়তেই তৃণমূলের জয় উল্লাস বেড়ে যায় চার কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হলো বনগাঁর বাগদা এখানে দেশে সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসেবে জয়ী হলেন ২৫ বছর বয়সি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে মধুপর্না ঠাকুর, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে এই আসন গুলির মধ্যে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে আছে বিজেপি। তবে উপনির্বাচনের সবকটি আসন ছিনিয়ে নিল তৃণমূল। সেই আনন্দে সবুজ আবির উড়ছে বাংলা জুড়ে, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মানিকতলা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের সাধন পান্ডে জিতেছিল মাত্র ২০ হাজার ভোটে তার মৃত্যুর পর আড়াই বছর কেটে গিয়েছে সেই মানিকতলা উপনির্বাচনে তার বউ সুপ্তি পান্ডে,ভোটব্যাঙ্ক বাড়িয়ে ৬২,৩১২ ভোটে জয়ী হয়। আবার অন্যদিকে মাত্র ২৫ বছর বয়সি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে মধুপর্ণা প্রথমবার রাজনীতিতে পা রেখেই ৩৪ হাজার ভোটে জয়ী হয়ে দেশের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হলেন। রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি থেকে ঘাসফুলে যোগদান করে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করে হেরে যাওয়া সেই মুকুটমনি অধিকারী আবার বিধানসভা উপনির্বাচনে ৩৭ হাজার ভোটে তার নিকট তম বিজেপির মনোজ কুমার বিশ্বাসকে পরাজিত করেন। রায়গঞ্জে ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে জিতে বিদায়ক হয়েছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী কিন্তু পরে পদ্মফুল থেকে দলবদল করে ঘাস ফুলে যোগদান করেন এবং সেই রায়গঞ্জেই ২০২৪ এর বিধানসভা উপনির্বাচনে কৃষ্ণ জয়ী হলেন ৪৯ হাজার ভোটে। চার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবথেকে ঠাকুরবাড়িতে জয়হুল্লাশ,, ভোটের ফলাফল বের হতেই আবির মেখে এবং কাশর ঘন্টা বাজিয়ে জয় মেতে উঠলেন রায়গঞ্জের মানুষ।

নেপালে ঘটলো আবার পালাবদল

নতুন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : নেপালে পালাবদল, নেপালের সংসদে আস্থা ভোটে হেরে গিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দহাল ওরফে প্রচণ্ড, আস্থা ভোটে হারার পরেই প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী স্থানে বসতে চলেছেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের প্রধান কেপি শর্মা ওলি। ১৯ মাস ক্ষমতায় থাকার পর ফের পালা বদল নেপালে। শুক্রবার আস্থা ভোটে হেরে যান নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল। নেপাল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভসের আসন সংখ্যা ২৭৫। এর মধ্যে পুষ্প কমল দাহালের বিরুদ্ধে ভোট পড়ে ১৯৪। পক্ষে ভোট পড়ে ৬৩। আস্থা ভোটে জিততে প্রয়োজন ছিল ১৩৮ ভোটের। আস্থা ভোট নিয়ে প্রথম থেকেই চাপে ছিলেন দাহাল। গত ১৬ বছরের ইতিহাসে ১৩ বার সরকার বদল হয়েছে ছোটো পার্বত্য রাষ্ট্র নেপালে। এবার ১৯ মাস ক্ষমতায় থাকার পর ফের পালাবদল হতে চলেছে নেপালে। পার্লামেন্টের আস্থা ভোটে শুক্রবার হেরে গেলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী 'প্রচণ্ড'।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

ভয়ানক ঘটনা

জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীর বাড়িতে

জলপাইগুড়ি: নিউজ সারাদিন : ব্যবসায়ী পরিবারের শিশু সহ পাঁচ জন ঘুমে আচ্ছন্ন সারাদিন, রাতে আনা হলো হাসপাতালে, এলাকায় অপরিচিত গাড়ি, তদন্তে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার পানবাড়ির প্রদীপ সিংহের পরিবারে, ঘটনা প্রসঙ্গে চিকিৎসারত ব্যাবসায়ী প্রদীপ সিংহের ভাই দীপক সিংহ জানান, শুক্রবার সকাল এগারো টা থেকে বাড়ির সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এরপর আমি যখন রাতে বাড়ী ফিরে আসি তখন ও একই অবস্থা, সেই সময় আমরা আতঙ্কিত হয়ে পরি, দ্রুত সবাইকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাই, সেখান পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যাবস্থা না থাকায় জলপাইগুড়ি নিয়ে আসি, আমাদের ধারণা কোন গ্যাস জাতীয় কিছু বাড়ীর আশপাশে ছড়িয়ে বড় কোনো চক্রান্ত ছিলো, কারন গতকাল আমাদের গ্রামে দুটি গাড়ি ঢুকে ছিলো, যে গুলোতে গ্রামবাসীরা ধাওয়া করলে পালিয়ে যায়।

আমাদের ধারণা রাতে আমাদের পরিবারে ওপর কোনো বড় আঘাত নেমে আসতো।

আমরা এই ঘটনার তদন্ত দাবী করে ইতিমধ্যেই পুলিশকে জানিয়েছি এবং পুলিশ ও রাতেই এসেছিলো।

ব্রিটিশ আমলের কালী মন্দিরে

সাধুরা ধ্যান ও জপ করতেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কখনও কখনও আমাদের চারপাশে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলি রীতিমতো অবাক করে দেয় প্রত্যেককেই। সম্প্রতি আমাদের রাজ্যেও ঠিক সেই রকমই এক ঘটনা ঘটেছে। যেখানে একটি বাড়ি ভাঙার সময়ে সেখান থেকে যা মিলেছে তা ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, গত বুধবার বীরভূমের বোলপুরের রথতলা এলাকায় একটি পুরনো বাড়ি ভাঙ্গার সময়ে পাওয়া যায় একটি কালী মূর্তি।তবে, পিতলের ওই মূর্তিটির সঠিক বয়স নির্দিষ্টভাবে কেউই বলতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ব্রিটিশ আমলে যখন মা কালীর মূর্তি স্থাপিত হত, তখন ডাকাতরাও সেখানে ভক্তিভরে মায়ের পূজা করতেন। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই মন্দিরটি কালী বারোয়ারিতলা মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।স্থানীয়দের মত অনুযায়ী, সেখানে ব্রিটিশ আমলের কালী মন্দিরে সাধুরা ধ্যান ও জপ করতেন। এদিকে, মা কালীর ওই মূর্তি পাওয়ার পর তা মন্দিরে স্থাপন করা হয়। সমগ্র বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে অবাক হয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার সকলেই। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ওই মূর্তিটির সন্ধান পাওয়ার পর বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার বিষয়ও সামনে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা দেবব্রত দুবে জানিয়েছেন যে, "সবাই জানত এখানে মায়ের মন্দির আছে এবং বিশেষ কিছু রয়েছে। যাঁরা এই জায়গাটিতে কিছু তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।" শুধু তাই নয়, এবারেও একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কর্মরত শ্রমিকদের।পাশাপাশি, বাড়ি ভাঙতে যাওয়া জেসিবির টায়ার ফেটে গিয়ে রীতিমতো বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের মত অনুযায়ী মায়ের, এই মূর্তির সাথে অবশ্যই কিছু অলৌকিক বিষয় রয়েছে। ওই মূর্তির বয়স কম করেও ১০০ বছর হবে বলে জানা গেছে।

দৈনিক খরচের লক্ষ্যমাত্রা লোকসভা ভোটের

অনেক আগেই প্রতিটি জেলাকে বেঁধে দিয়েছিল রাজ্য সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দৈনিক খরচের লক্ষ্যমাত্রা লোকসভা ভোটের অনেক আগেই প্রতিটি জেলাকে বেঁধে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ভোটের পরে তথ্যে দেখা যাচ্ছে, তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি জেলাগুলির খরচ। প্রসঙ্গত, ভোটের দীর্ঘ সময় ধরে সব কাজ কেন বন্ধ হয়ে যায়, বিগত কয়েকটি প্রশাসনিক বৈঠকে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন।পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'ভোটের তিন মাস আদর্শ আচরণবিধি থাকায় টেন্ডার করা যায়নি। ... এ বার দ্রুত কাজে জোর দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য ধরে জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছি।'কেন্দ্রের বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য যখন সরব হচ্ছে, তখন কেন্দ্রীয় অর্থ অব্যবহৃত থেকে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে করছেন প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

সরকারি তথ্য বলছে, কমিশনের বরাদ্দের বড় একটি অংশ অব্যবহৃতও থেকে যায়। গত বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ ২১টি জেলা মিলিয়ে দৈনিক প্রায় ৬০ কোটি টাকা করে খরচের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল নবান্ন। জুন মাসের শেষে পাওয়া তথ্যে সরকার দেখছে, সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে দৈনিক খরচের গড় পরিমাণ মাত্র ১৬.৬৩ কোটি টাকা। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবর্ষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ৩১২০ কোটি টাকা হাতে রয়েছে। ২৬ জুন পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ৭৬৭ কোটি টাকা। এখনও অব্যবহৃত রয়েছে প্রায় ২৩৫২ কোটি টাকা।ওই দিন পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ায় খরচ সবচেয়ে কম (১৮-১৯.৫০% এর মধ্যে)। খরচের নিরিখে প্রথম পাঁচটি জেলা কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান, আলিপুরদুয়ার এবং পূর্ব বর্ধমান। তারা কেউ ৫০% পেরোতে না পারলেও খরচের হার ৩৪-৪৬ শতাংশের মধ্যে। সরকারি তথ্যই বলছে, ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ২৩৫৩.৪২, ২০২১-২২ সালে ৫৭৬৯.৩৭, ২০২২-২৩ বছরে ৪৮৫৬.৮৯ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৪৩৬২.৮০ কোটি টাকা হাতে ছিল রাজ্যের। তাতে খরচ হয়েছিল যথাক্রমে ১৮.৭৩%, ৪৪.২৪%, ৭৯.০২% এবং ৪৩.৩০% অর্থ।

সংশোধনী

Office of the Rampara-I Gram Panchayet
Rampara : Rejinagar : Murshidabad.

Corrigendum Notice 07-03-2024

Due to modification of eligibility criteria for the **NIeT No.-04/Rampara-I GP/2024-25**, communicated vide **Memo No.-133/Rampara-IGP/15th CFC (Tied)/2024-25, Dated - 05-07-2024, Tender ID- 2024_ZPHD_709103_1 & 2024_ZPHD_709103_2.** The Eligibility Criteria **SL No.- 18** is not mandatory and others terms and Condition and last drooping date are Unchanged by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat.

Sd/-, Prodhan Rampara-I, Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোর কি পুনর্বিন্যাস হবে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোর কি পুনর্বিন্যাস হবে? ভোট বিপর্যয়ের পর্যালোচনা পর্বে এই প্রশ্নেই বিবিধ মত উঠে আসছে জেলা থেকে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারাও মানছেন, 'নানা মুনির নানা মত' রয়েছে। তবে কোচবিহার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পর্যন্ত সব জেলা থেকে ওই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ শোনার পরেই দল পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।সিপিএম নেতৃত্ব বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁদের বক্তব্য, একাংশ চাইবে কমিটিতে নিজেরা থাকতে এবং তাদের 'পছন্দের লোক'কে জায়গা করে দিতে। কিন্তু দলের উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে শাখা এবং বুথ স্তরের কাজ পরিচালনা ও পরিচর্যা করার মতো দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করা। যাঁরা কেবল মিটিং করে চলে আসবেন না। ধরে সংগঠন গড়ে তুলবেন। গত নভেম্বরে সিপিএম যে রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন করেছিল, তাতে স্পষ্টই বলা ছিল, বুথ স্তরেই লুকিয়ে রয়েছে গাফিলতির ভূত। ধারাবাহিক চেষ্টা করেও সেই ভূত তাড়াতে পারেনি সিপিএম। ফল: লোকসভা ভোটে দলের প্রতীকে লড়াই করা ২৩ জনের মধ্যে জামানত খুইয়েছেন ২১ জন। সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "সম্মেলন সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশিকা দেবে। তার পরে তার ভিত্তিতে আমরা রাজ্যগত ভাবে নির্দেশিকা তৈরি করব। পর্যালোচনা পর্বে আমরা দলের ভিতরের এবং বাইরের মানুষের মতামত শুনছি। সেখানেও বিবিধ প্রস্তাব আসছে। সব দেখেশুনে নিয়েই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"চূড়ান্ত হতে পারে অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে নদিয়ার কল্যাণীতে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে। আবার এ-ও হতে পারে, তার আগে এ ব্যাপারে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়ে কল্যাণীর বর্ধিত অধিবেশনে সম্মেলন সম্পর্কে নির্দেশিকা জারি করে দিল।

সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সারা দেশে সিপিএমের শাখা স্তরের সম্মেলন শুরু হয়ে যাবে। আগামী বছর এপ্রিলে পার্টি কংগ্রেস। তার দিনক্ষণ এবং স্থান এখনও চূড়ান্ত না হলেও আগামী এপ্রিলে যে পার্টি কংগ্রেস হবে, তা ঘোষণা করে দিয়েছেন সীতারাম ইয়েচুরিরা। শাখা সম্মেলন

এরপর ৩ পাতায়

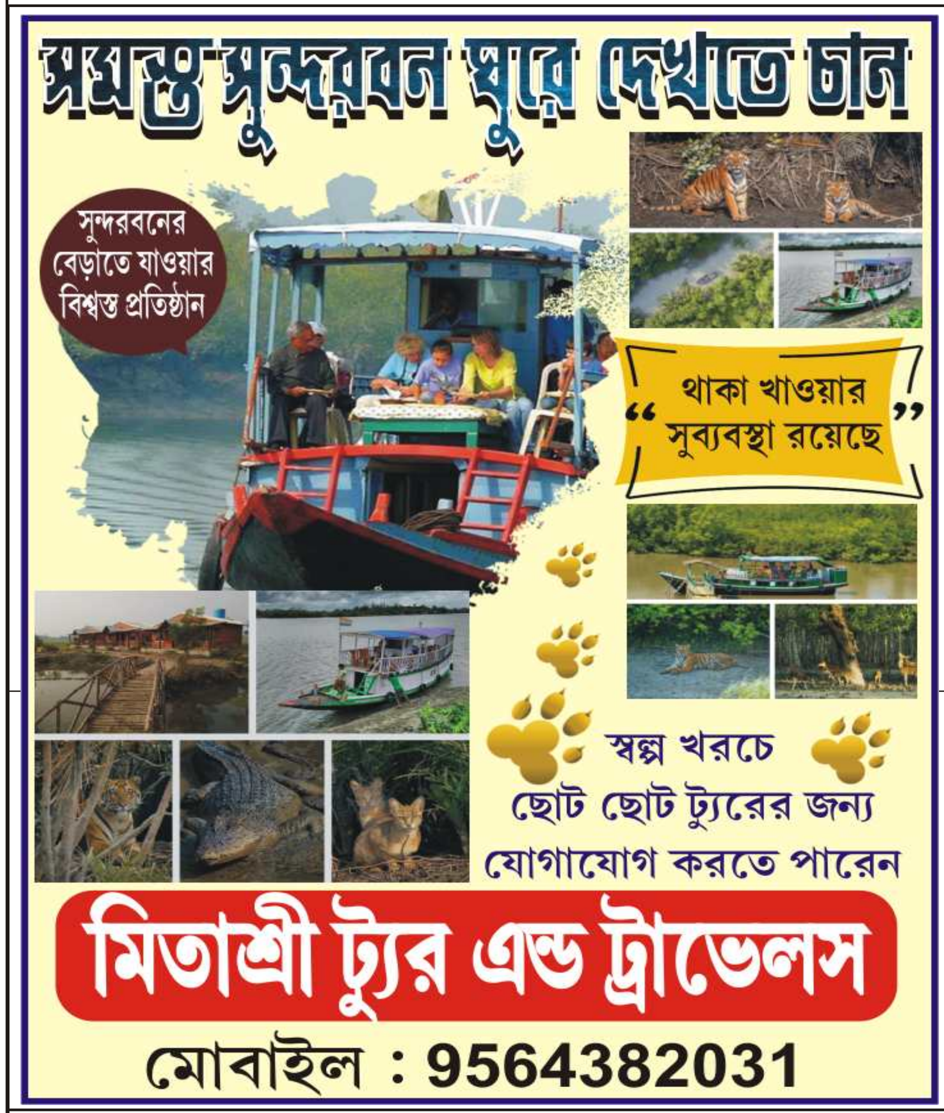

গতকাল রাত ভোর বৃষ্টিতে

জলমগ্ন হয়েছে আরামবাগের স্টেট ব্যাংক

হুগলি: নিউজ সারাদিন : ব্যাঙ্কের ভিতরে জমেছে প্রচুর জল ষ বন্ধ রাখতে হয়েছিল পরিষেবা ষ কিন্তু একেবারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হয়েছে ব্যাংক কর্মী থেকে শুরু করে গ্রাহকরা ষ গ্রাহকদেরকে জিজ্ঞাসা করাই বলেন ব্যাংকের যা পরিস্থিতি ভিতরে ভালোভাবেই মাছ চাষ করা যাবে ষ বৃষ্টি হলেই এরকমই পরিস্থিতিতে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। তাই গ্রাহক দের কে ভেতরে না ঢুকে বাইরে দাঁড়াতে হচ্ছে। ব্যাংকের ম্যানেজার কে জিজ্ঞাসা করাই ব্যাংকের ম্যানেজার বলেন ,এর আগেও অনেকবার ব্যাংকের ভেতরে জল ঢুকেছে, কিন্তু এত পরিমাণে জল বোধ হয় দেখতে পাওয়া যায়নি ষ যেটা এবারে দেখতে পাওয়া গেল ষ জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণেই, এই ঘটনাটি ঘটেছে ষ মেশিন লাগিয়ে জল সরানোর ব্যবস্থা চলছে দ্রুত যাতে জলটাকে বাইরে করা যায় ষ গ্রাহকদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

ভোটের রেজাল্ট বের হতেই

বড়মার ঘর দখলমুক্তি তে মধুপর্ণা

বনগাঁ: নিউজ সারাদিন : মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে বড়মা বীনাপাণি দেবীর বন্ধ ঘর 'দখলমুক্ত' করা হল। শনিবার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই তৃণমূলের নব নির্বাচিত বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুরের অনুগামীরা তালা ভেঙে বড়মার ঘরে ঢোকেন।উপনির্বাচনে জয়ী ঠাকুরবাড়ির সদস্যা মধুপর্ণা। জয়ের পর বাড়ি ফিরে 'বড়মা' বীনাপাণি দেবীর বন্ধ ঘরের তালা ভাঙেন মধুপর্ণার অনুগামী মতুয়ারা।ঘটনা প্রসঙ্গে গত ৭-ই এপ্রিল ঠাকুরবাড়িতে 'বড়মা'র এই ঘরেই তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা মধুপর্ণার জ্যাঠতুতো দাদা শান্তনু ঠাকুর।মমতা বালা ও তার মেয়েকে ঘর থেকে বের করে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে মমতাবালা এই নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হন।২০১৯ সালে প্রয়াত হন বীণাপাণি দেবী। ঠাকুরবাড়িতে যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘরেই গত ৭-ই এপ্রিল দলবল নিয়ে শান্তনু চড়াও হন বলে অভিযোগ ওঠে। দাবি, শাবল, হাতুড়ি দিয়ে তিনি নিজেই তালা ভাঙেন। পরিবারের আরও কয়েক জন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। বীণাপাণিদেবী বেঁচে থাকাকালীন তাঁর পাশের ঘরে থাকতেন ঠাকুরবাড়ির বড় বৌমা মমতাবালা। বর্তমানে তিনি থাকেন বীণাপাণিদেবীর ঘরটিতেই। মমতাবালা দাবি করেছিলেন, শান্তনু ঘর 'দখল' নেওয়ার পর সারা রাত তাঁকে ও তাঁর মেয়েকে বাইরেই থাকতেই হয়েছে। পরে শান্তনু-ঘনিষ্ঠ কয়েক জন মতুয়াভক্ত সদর দরজায় তালাও লাগিয়ে দেন। আজ ভোটের ফলাফল বের হতেই এই ঘরের তালা ভেঙে ঘর পুনরুদ্ধার করেন মধুপর্ণার নেতৃত্বে মতুয়া সঙ্গের লোকেরা।

বর্ষায় উত্তরের চা পাতার

কি পরিস্থিতি বিস্তারিত জানুন

দার্জিলিং: নিউজ সারাদিন : লাগাতার ভারী বৃষ্টির জেরে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। ভাটা পড়ছে বিখ্যাত তিন কুড়ি চা পাতায়। চিন্তায় কপালে ভাঁজ ডুয়ার্সের চা শ্রমিক এবং ম্যানেজারের একাংশের। চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে তরাই ও ডুয়ার্সের চা শিল্প। কি হবে সুস্বাদু চা এর ভবিষ্যৎ? উঠছে প্রশ্ন।এক সময় অনাবৃষ্টির কারণে চা শ্রমিকেরা চিন্তার মুখে পড়েছিলেন। তবে, বৃষ্টি শুরু হতেই খানিক হাসি ফুটেছিল মুখে।ভেবেছিলেন, এবার বুঝি সবুজ গালিচা ভরে যাবে তরতাজা সবুজ তিন কুড়ি চা পাতায়। কিন্তু, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে উত্তরের আবহাওয়া এ আমূল পরিবর্তনের কারণে একটানা তীব্র দ্রুত এবং অতি বৃষ্টির কারণে সুস্বাদু চায়ের ভাঁটা দেখা দিচ্ছে ক্রমশই। নাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ার কারণে নষ্ট হচ্ছে তরাই-ডুয়ার্সের বহু চা বাগান। অনাবৃষ্টির ফলে 'প্রথম ফ্লাশ'-এর চায়ের উৎপাদনও তেমনভাবে পাতা পাওয়া যায় নি। 'প্রথম ফ্লাশ'-এর পাতার উৎপাদন যে কমতে চলেছে, তা চা-মহল আগেই টের পেয়েছিল। প্রতিটি বাগানেই কমছিল উৎপাদিত পাতার পরিমাণ। মরসুমভিত্তিক উৎপাদনের স্বাদ এবং গন্ধের নিরিখে 'প্রথম ফ্লাশ'-এর কদর বেশি। আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে 'প্রথম ফ্লাশ'-এর এই ক্ষতি বলে দাবি চা শিল্পের সঙ্গে যুক্তেরা। অন্যদিকে, 'দ্বিতীয় ফ্লাশ'-এর শুরুটা ভাল হলেও, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের চা মহল্লায় নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ক্ষতি হচ্ছে চা পাতার। কবে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয় আর চা উৎপাদন ভাল হয় সেদিকেই তাকিয়ে ডুয়ার্সের চা বাগান কতৃপক্ষের একাংশ।

১-ম পাতার পর

রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ৪৬১ টি কলেজের ৭২৩০ টি স্নাতক কোর্সের মেধাতালিকা

দিয়ে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া চলবে ২৩ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত। 'ইউনিক' অর্থাৎ মেধার ভিত্তিতে যে পড়ুয়াদের সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত ক্যাটেগরি, দুটি ভাগেই আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, তাঁদেরকে একবারই গণনা করা হয়েছে। সেই হিসাবে আসল আসন বরাদ্দের সংখ্যা আরও বেশি। বরাদ্দকৃত কোর্স তথা আসনের জন্য নির্ধারিত ফি জমা করে কেন্দ্রীয় পোর্টালে এদিন থেকেই পড়ুয়ারা ভর্তি (প্রভিশনাল) হওয়া শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি হয়েছেন। আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে ভর্তি প্রক্রিয়া। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ভর্তির পোর্টালে আবেদন জানিয়েছিলেন ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬৩ ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৪১৮ জনকে এই দফায় আসন বরাদ্দ করা যায়নি। অর্থাৎ এখনই কোনও কলেজে (College) ভর্তি হতে পারবেন না ওই পড়ুয়ারা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কলেজে ভর্তির সুযোগ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের (higher education department west bengal) এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় ভর্তির পোর্টালের নিয়ম অনুযায়ী, একজন পড়ুয়া একটিই আসনে ভর্তি হবেন। তাই সংরক্ষিত ক্যাটাগরির যে ছাত্রছাত্রীদের দুটি করে আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, তাঁরা একটি বেছে নিয়ে সেখানেই ভর্তি হবেন। ফলে, ফাঁকা হয়ে যাবে দ্বিতীয় বরাদ্দকৃত আসনটি। এই হিসাবে আপগ্রেড রাউন্ডেই নতুন করে আরও অন্ততপক্ষে ৬০ হাজার পড়ুয়াকে আসন বরাদ্দ করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক। বাকিরাও ভর্তি প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপগুলিতে সুযোগ পেয়ে যাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

কিন্তু কেন এত পড়ুয়াকে আসন বরাদ্দ করা গেল না? উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর নেপথ্যে পড়ুয়াদের পছন্দ, বিষয়/কোর্সের চাহিদা-সহ একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, যে কোনও পড়ুয়ার লক্ষ্য থাকে, তথাকথিত 'ভালো' কলেজে ভর্তি হওয়ার। সে ক্ষেত্রে পছন্দের তালিকার কলেজগুলির আসন পূরণ হয়ে যাওয়ায় আবেদনকারীদের একটা অংশকে অ্যাটলমেন্ট দেওয়া যায়নি। আবার অ্যালটমেন্ট না পাওয়ার মধ্যে কমার্স, মাইক্রো-বায়োলজি, জুলজি, ইংরেজি, ভূগোলের মতো বিষয়গুলি নিয়ে পড়তে ইচ্ছুকরাও রয়েছেন। ওই বিষয়গুলির চাহিদা বেশি থাকাই এর কারণ। কিছু ক্ষেত্রে সতর্কভাবে পছন্দের তালিকা তৈরি না করাও পড়ুয়ার অ্যালটমেন্ট না পাওয়ার কারণ হতে পারে। মূলত, সাইবার ক্যাফে বা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে আবেদনের সময় পড়ুয়া নিজের মেধার ভিত্তিতে কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন, তা বিবেচনা না করেই পছন্দের তালিকা প্রস্তুত করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, প্রথম ধাপে অ্যালটমেন্ট না পেলেও ওই সকল পড়ুয়া রয়েছেন মেধাতালিকায়। পরবর্তীতে তাঁদের পছন্দের তালিকার কোর্স/কলেজে আসন খালি হলেই তাঁরা ভর্তির সুযোগ পাবেন।

১-ম পাতার পর

সিপিএমের সাংগঠনিক কাঠামোর কি পুনর্বিন্যাস হবে?

এবং পার্টি কংগ্রেসের মাঝের সময়ে মধ্যবর্তী স্তরের কমিটিগুলির সম্মেলন প্রক্রিয়া হবে।২০১৭ সালের আগে বঙ্গ সিপিএমে শাখা ও জেলা কমিটির মাঝে দু'টি কমিটি ছিল। লোকাল কমিটি (এলসি) এবং একাধিক লোকাল কমিটি নিয়ে জোনাল কমিটি (জেড সি)। ২০১৫ সালে কলকাতায় সিপিএমের প্লেনাম (সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়ের সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের পর সেটাই ছিল সিপিএমের প্রথম প্লেনাম। সেই প্লেনামের পরেই রাজ্যে লোকাল এবং জোনাল কমিটির অবলুপ্তি ঘটায় সিপিএম। শাখা ও জেলা কমিটির মধ্যবর্তী স্তরে একটিই কমিটি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্রেরা। সেই সময়ে দলের মনোভাব ছিল, একাধিক কমিটি থাকায় কাজের কাজ হচ্ছে না। দলের মধ্যে 'আমলাতন্ত্র' বাড়ছে। বর্তমানে সিপিএমে শাখা ও জেলা কমিটির মাঝে একটি কমিটিই রয়েছে এরিয়া কমিটি।

একটা সময়ে এলসি, জেড সি ছিল বঙ্গ রাজনীতিতে প্রচলিত শব্দবন্ধ। বাম জমানায় এই এলসি, জেড সি-র বিরুদ্ধেই জেলায় জেলায় অভিযোগ ছিল, স্থানীয় স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে ছড়ি ঘোরানোর। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, সিপিএমের এই কমিটির নেতারাই পুলিশ, উকিল, বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। অনেক ক্ষেত্রেই পার্টি অফিসগুলি হয়ে উঠেছিল থানার বিকল্প। উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক নেতা ঘরোয়া আলোচনায় বলছেন, তাঁরা লোকাল কমিটি এবং জোনাল কমিটির স্তর ফিরিয়ে আনার পক্ষে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এক নেতা তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে কোন কোন লোকাল কমিটি ভেঙে-গড়ে জোনাল কমিটি গঠন করা হবে, সে বিষয়ে খসড়া প্রস্তুত করার বিষয়েও আলোচনা করেছেন বলে সিপিএম সূত্রে জানা যাচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অনেক নেতাই মানছেন, জেলা এবং শাখা স্তরের মাঝে দু'টি স্তর ফিরিয়ে আনার বিষয়ে স্বর শোনা যাচ্ছে। আবার হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলির বক্তব্য, একাধিক স্তর করে অনেককে কমিটির নেতা করা যাবে ঠিকই, কিন্তু সংগঠন পুনর্নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হবে না। অনেকে আবার স্তর না বৃদ্ধি করে বিকল্প পন্থার কথাও বলছেন। তাঁদের বক্তব্য, লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি ফেরানোর প্রয়োজন নেই। তবে এরিয়া কমিটিগুলিকে ভেঙে ছোট এলাকায় লোকাল কমিটি গড়া হোক। তাতে শাখা এবং বুথ স্তরের কাজ এবং সেই কাজের পর্যালোচনা করতে সুবিধা হবে। রাজ্য সিপিএমের একাধিক প্রথম সারির নেতার বক্তব্য, দলের কমিটিতে ইতিমধ্যেই বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাঁধা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জেলা ও শাখার মাঝে স্তর বৃদ্ধি করলে সেই ঊর্ধ্বসীমাও অদলবদল করতে হবে। সেটা কতটা সম্ভব, তা নিয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে দলে।

অরুনাচল প্রদেশে তৈরি হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দিবাং বহুমুখী প্রকল্প

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত সরকারের নেতৃত্বে ভারতের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে অরুনাচল প্রদেশে। প্রজেক্টের নাম দিবাং বহুমুখী প্রকল্প। ভারত ও চীনের ৩,৫০০ কিলোমিটার লম্বা সীমানা এলএসি বা লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের কাছে একটি সংবেদনশীল এলাকায় এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। যার জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি স্ট্র্যাটেজিক ভাবেও এই প্রজেক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভারতের জন্য। অরুনাচল প্রদেশের নিম্ন দিবাং অঞ্চলে মুনলি গ্রামে দিবাং নদীর উপর এই প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। অরুনাচল প্রদেশের উপজাতি সম্প্রদায় দিবাং নদীকে সিকাঙ্গ নামে ডাকে। এই দিবাং নদী, লোহিট নোদী ব্রক্ষপুত্র নদীর উপনদী। স্থানীয় মানুষজন প্রথমে এই প্রকল্পের বিরোধীতা করেছিল, তবে বর্তমানে সেইসমস্যা সমাধান হয়েছে এবং প্রকল্পে কাজ ও শুরু হয়ে গেছে। ২,৮৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরিতে ৩১৯ বিলিয়ন ভারতীয় টাকা খরচ হবে বলে জানা গেছে। এই প্রজেক্টে ২৭৮ মিটার লম্বা ও ৩৭৫ মিটার লম্বা কংক্রিটের একটি মাধ্যাকর্ষন বাঁধ নির্মান করা হবে যা নির্মান সম্পূর্ন হলে এটি ভারতের সবচেয়ে উচ্চতম বাঁধ হতে চলেছে। দিবাং বহুমুখী প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছে ন্যাশানাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন বা এনএইচপিসি । ৪৩ কিলোমিটার লম্বা একটি জলাধার তৈরি হবে যার জল ধারন ক্ষমতা থাকবে ৩.৮৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে থাকবে ১২টি টার্বাইন, যার প্রতিটি ২৪০ মেগাওয়াট করে মোট ২,৮৮০ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। এই বাঁধ চীনের হাইড্রো ওয়েপনস স্ট্রাটেজি বা জলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে কাজ করবে। চীন, তিব্বতকে কেন্দ্র করে জলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম মালভূমি তিব্বত থেকে প্রচুর নদীর উদ্ভব হয়েছে। সিন্ধু, ব্রক্ষপুত্র, মেকং, ইয়াংতের মতো এশিয়ার গুরুত্বপূর্ন নদীগুলো তিব্বত থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ভারত ও চীনের জলের জন্য তিব্বত থেকে উৎপন্ন হওয়া নদীগুলোর উপরেই সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল। ১৯৫১ সালে চীন তিব্বত দখল করে নেয়, এরপর থেকেই তিব্বতের মতোন গুরুত্বপূর্ন ভৌগলিক অঞ্চল ও তার নদীগুলোর নিয়ন্ত্রন চীনের অধীনে চলে যায়। চীনের মতো বিশ্বের অন্য কোনও দেশের কাছে এত নদীর জল নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা নেই। বর্তমানে এটার-ই সুবিধা নিচ্ছে চীন। ২০৬০ সালের মধ্যে চীন শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য নিয়েছে যার জন্য তিববতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করেছে চীন। যেমন তিব্বতে ব্রক্ষপুত্র নদীর উপর চীন ২০টি বাঁধ নির্মান করছে যাতে চীনে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। চীন এসব বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে তিব্বতের নদীগুলোর জল ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রন করতে পারে। চীন চাইলে অতিবৃষ্টির সময় বাঁধ খুলে দিয়ে নিম্নাঞ্চলের দেশগুলোতে কৃত্রিম বন্যা তৈরি করতে পারে আবার প্রয়োজনে বাঁধে জল আটকে দেশগুলোতে কৃত্রিম খরা তৈরি করতে পারে। ভারতে মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার এক তৃতীয়াংশের বেশী অরুনাচল প্রদেশই উৎপন্ন করতে সক্ষম। ভারতে ১,৪৮,৭০১ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে যার মধ্যে ৩৪ শতাংশ অর্থাৎ ৫০,৩২৮ মেগাওয়াট অরুনাচল প্রদেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। উচ্চ পার্বত্যঞ্চল এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারনে এই অঞ্চলকে খুব ভঙ্গুর বলা হয় যার জন্য স্থানীয় মানুষজন সম্ভাব্য ভূমিধ্বসের আশঙ্কা করে এই প্রকল্পের বিরোধীতা করছিলো দীর্ঘদিন ধরে। বর্তমানে সেই সব সমস্যা মিটিয়ে ২০২৮ সালের মধ্যে পুরো প্রকল্প সম্পূর্ন করার লক্ষ মাত্রা ধরা হয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৭১ ফিলিস্তিনি নিহত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, একটি ঘোষিত মানবিক এলাকায় ইসরায়েলের চালানো বিমান হামলায় অন্তত ৭১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরায়েল বলছে, তারা হামাসের এক জ্যেষ্ঠ নেতাকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছিল।

এই হামলায় ২৮৯ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। খান ইউনিসের নিকটবর্তী আল-মাওয়াসি এলাকায় হামলটি চালায় ইসরায়েল।

ইসরায়েল আর্মি রেডিও ও দেশটির একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তারা জানিয়েছেন, খান ইউনিসের পশ্চিমে আল-মাওয়াসি এলাকাকে নিরাপদ ঘোষণা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানেই একটি বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন মোহাম্মদ দেইফ। তবে হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত নয়।

খান ইউনিসের হামাস কমান্ডার রাফা সালামাহকেও এই হামলায় লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তা বলেছেন, গোয়েন্দা তথ্য সঠিকই ছিল।

তবে হামাস বলেছে, তাদের নেতাদের লক্ষ্যবস্তু করার দাবিটি পুরোপুরি মিথ্যা।

হামাসে যোগ দেওয়ার পর ৩০ বছরে সংগঠনটিতে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন মোহাম্মদ দেইফ। শেষ পর্যন্ত সামরিক প্রধানের দায়িত্ব পান। গাজায় হামাসের যে বিস্তৃত সুড়ঙ্গ রয়েছে, সেগুলো গড়ে তোলার পেছনে দেইফের হাত রয়েছে। সংগঠনটির সদস্যদের বোমা বানানোয় অভিজ্ঞ করে তুলেছেন তিনি। আত্মঘাতী বোমা হামলায় অনেক ইসরায়েলির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয় দেইফকে।

তিস্তার মেখলিগঞ্জ এবং এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবারও লাল সর্তকতা জারির পাশাপাশি তিস্তার দোমাহানিতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে বলে এদিন সকালে সেন্ট্রাল ফ্ল্যাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সূত্রে জানা যায়। আজও জলপাইগুড়ির বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন ফুঁসছে তিস্তা, জলঢাকা, করলা সহ জেলা বিভিন্ন নদী গুলো।আজ ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে শনিবার সকাল ছটা এবং সাতটায় জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি সকাল ছয়টায় ৩০৩৮.৬০ এবং সাতটায় ৩০২৯.০২ কিউমেক।তবে এদিন সকাল থেকে নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি জলপাইগুড়িবাসীর। সকাল থেকে জেলা জুড়েই মেঘলা আকাশ।এদিন সকালে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড পরেশ মিত্র কলোনি করলা নদী সংলগ্ন জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দারা স্থায়ী নদী বাঁধের দাবি জানান। আজও বাড়ি রাস্তায় জলে জলমগ্ন সাইকেল নিয়ে জুতো হাতে জল পেরিয়ে যাতায়াত স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষের। বিগত এক মাসে এই এলাকায় তিন থেকে চার বার জল ওঠার কারণে বাড়ির আসবাবপত্র জলে নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ। চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা। বেশ কিছু পুরসভার পাশাপাশি আজও জলমগ্ন জেলার বিভিন্ন ব্লগে বেশ কিছু এলাকা। তবে প্রশাসন সমস্যা সমাধানে সর্বতোভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৯১ সংখ্যা ১৪ জুলাই, ২০২৪ রবিবার ২৯ আষাঢ়, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

লোকসভার পর বিধানসভা উপনির্বাচনে বড় ধাক্কা খেল বিজেপি

লোকসভার পর বিধানসভা উপনির্বাচনে বড় ধাক্কা খেল বিজেপি। এবার জেতা আসনে হেরেছে পদ্ম শিবির। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় পরাজয় হয়েছে উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ আসনে। আশ্চর্যের বিষয় হল বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে উন্নয়নকে হাতিয়ার করেও জয়ী হতে পারল না পদ্ম শিবির। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে রাম মন্দির তৈরি করে অযোধ্যা গো-হারা হেরে যায় বিজেপি ।উল্লেখ্য, বদ্রীনাথ ধাম বরাবর কংগ্রেসের গড় ছিল। ২০২২ সালে রাজেন্দ্র ভান্ডারী কংগ্রেস টিকিটে জিতেছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। স্বাভাবিকভাবে বিধানসভা নির্বাচনে বদ্রীনাথ আসন থেকে বিজেপির হয়ে লড়াই করে রাজেন্দ্র ভান্ডারী। কিন্তু দল বদলের পর আমজনতা তাঁর ওপর আস্থা হারায়। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয় কংগ্রেসের লখপত বুটোলাকে ।উন্নয়নকে হাতিয়ার করে কেন জিততে পারল না বিজেপি? কারণ হিসাবে মনে করা হচ্ছে , পুরোহিতদের মধ্যে অসন্তোষ। সম্প্রতি বদ্রীনাথে পুরোহিত এবং সাধারণ মানুষরা বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন। তাদের দাবি ছিল, ভিআইপি দর্শনের সুবিধা থাকায় সাধারণ দর্শনার্থীদের বেশ অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। আর তা মানতে পারেনি বদ্রীনাথের জনতা থেকে শুরু করে পুরোহিতরা। এছাড়াও স্থানীয়দের দাবি বদ্রীনাথ মাস্টার প্ল্যান নিয়ে স্থানীয় পর্যায় কোন সমীক্ষা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এই সব বিষয় নিয়ে ক্ষোভ ছিল বাসিন্দাদের মধ্যে । আর তার প্রভাবই পড়ল বদ্রীনাথ বিধানসভা উপনির্বাচনে।

যুক্তরাষ্ট্রকে যে হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইরানের রাজনীতিতে পালাবদল। কট্টরপন্থী থেকে ক্ষমতা এখন সংস্কারপন্থীর হাতে। তবুও বদলাচ্ছে না ইরানে পশ্চিমাবিরোধী নীতি। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোনো রকম সমঝোতা করতে রাজি নয় দেশটি।

এবার ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেনট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানিয়েছেন, চাপে ফেলে ইরানকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি কিছুটা হুঁশিয়ারও করেছেন।

নির্বাচিত হয়েই পেজেশকিয়ান জানিয়েছিলেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি ঘোষিত মূলনীতির বিপক্ষে যায়, এমন কোনো পদক্ষেপই তিনি নেবেন না। আজ শনিবার এক বিবৃতিতে পেজেশকিয়ান চীন ও রাশিয়াকে বন্ধু উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রেরবোঝা উচিত, সেই সাথে এই বাস্তবতাকেও মেনে নেওয়া উচিত। ... ইরান চাপে পড়ে কিছু করে না, করবেও না।

সেই সাথে পরমাণু অস্ত্রের ব্যাপারেও ইরানের অবস্থান পরিষ্কার করে পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইরান সরকারের প্রতিরক্ষা কৌশলে পরমাণু অস্ত্র অন্তর্ভুক্ত নয়।

তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।

পেজেশকিয়ান ৫ জুলাই দ্বিতীয় দফা ভোটে কট্টর রক্ষণশীল সাঈদ জালিলিকে হারান। গত মে মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করে ইরান।

বিবৃতিতে চীন ও রাশিয়া প্রসঙ্গে পেজেশকিয়ান বলেছেন, কঠিন সময়ে চীন ও রাশিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে ইরানের পাশে ছিল। আমাদের কাছে এই বন্ধুত্ব খুবই মূল্যবান।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ ঘটনা পাড়া-প্রতিবেশী সকলের জানা, তবে আমরা দুবেলা-দুমুঠো নুন ভাত খেয়েও মানুষ হয়েছি। সুন্দরবন বাঘের মুখে থেকে মাছ ধরে, বাজারে বিক্রয় করে, সেই উপার্জনের টাকায় আমাদেরকে মানুষ করেছে আমার পিতা লালু সরদার .সুন্দরবনের সেই ইতিহাস আজ আমি আমার বাবার মুখ থেকে যা শুনেছি এবং আমি নিজে বহুবার সুন্দর বনে ঘুরে যতোটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমার এই অনুসন্ধান এবং গবেষণা সুন্দরবনের তথ্য চিত্র শুরু করেছিলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বপন দত্ত বাউলকে নিয়ে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

মহামারি আকার ধারণ করেছে, তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে।পৃথিবীতে যখন পাপের ভরপুর হয়েছে ,তখনই পৃথিবীর কোনো না কোনো কারণে ধ্বংস করেছে পৃথিবীর রক্ষা কর্তা।তিনি এই ব্রম্ভান্ডের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তেমনই বহু তথ্য উঠে এসেছে আমার অনুসন্ধান বা গবেষণাতেই।ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে, হয়তো অনেকেই অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে । কিন্তু ইচ্ছাশক্তির মানুষের বড় করার মহৌষধি।যার ইচ্ছা শক্তি যতটা বেশি, সে ততো বেশি গভীরে গিয়ে তার নিজের কর্ম দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা।পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে।তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি। সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে। আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই,সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম।এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত। তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে,শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয় পরিজন দের কাছে বোঝা। বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে,এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল।সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিধানসভা উপনির্বাচনেও বিজেপিকে বড় ধাক্কা 'ইন্ডিয়া'র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত বিরোধী ইন্ডিয়া জোট সাতটি রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলে শনিবার শীর্ষে রয়েছে। তারা ইতিমধ্যে আটটি আসনে জিতেছে এবং অন্য দুটি আসনে এগিয়ে রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এ জোট বিজেপিকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে ফেলেছিল। দলটি এবার মাত্র দুটি আসনে জিতেছে।

কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি), আম আদমি পার্টি (আপ) ও দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে) হলো ভারত জোটের দল, যারা বুধবার পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্য প্রদেশ, বিহার ও তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে।

পাঞ্জাবে আপের মহিন্দর ভগত জলন্ধর পশ্চিম আসনে ২৩ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা চারটি আসনে এগিয়ে রয়েছেন, প্রতিটি আসনে বিজেপি পিছিয়ে রয়েছে। হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর স্ত্রী কমলেশ ঠাকুর দেহরায় নির্বাচনে জিতেছেন।

সে রাজ্যে নালাগড়েও কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে হামিরপুরে বিজেপির আশিস শর্মা এগিয়ে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে টিএমসি চারটি আসন জিতেছে। দলটির প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে বিজেপি বিরোধীদের পরাজিত করেছেন। তামিলনাড়ুতে বিক্রভান্দি বিধানসভা আসনে ৫৮ হাজার ৭৮৫ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন ডিএমকের আনিউর শিভা।

উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস প্রার্থীরা বদ্রিনাথ ও মঙ্গলৌর- উভয় আসনেই এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে মধ্য প্রদেশে অমরওয়ার আসনে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপির কমলেশ প্রতাপ শাহি। বিহারে জেডি(ইউ)-এর কালাধর প্রসাদ মন্ডল রূপাউলি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পেছনে রয়েছে।

স্থানীয় সময় শনিবার সকালে সাতটি রাজ্যজুড়ে ১৩টি বিধানসভা আসনের ভোট গণনা শুরু হয়। এর আগে বুধবার বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মধ্য প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই উপনির্বাচনগুলো ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথম ভোট। লোকসভা ভোটে বিজেপি ২৪০টি আসনে জয়লাভ করেছিল, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকে ৩২টি কম। এনডিএ অবশ্য ২৯৩ আসন জিতে লোকসভার মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক, অর্থাৎ ২৭২ অতিক্রম করেছিল। আর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট ২৩২টি আসন জিতেছিল।

সিনেমার খবর

সালমানকে হত্যাচেষ্টা : চার্জশিট দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা সালমান খানকে হত্যার উদ্দেশে বাড়ির সামনে এলোপাতাড়ি গুলি করে দুই বন্দুকধারী। কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণইয়ের ভাই আনমোল বিষ্ণোই সালমানের বাড়ির সামনে এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর দায় স্বীকার করেন। এবার সে ঘটনায় চার্জশিট দাখিল করেছে মুম্বাই পুলিশ। ১৭৩৫ পাতার চার্জশিটের জেলবন্দি লরেন্স বিষ্ণইসহ মোট ৯ জনের নাম রয়েছে। যার মধ্যে ৬ ছয় গ্রেপ্তারকৃত।

চার্জশিটে বলা হয়েছে, কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই সকালে সাইকেল চালাতে যান সালমান, এমন খবর ছিল গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণই ও তার দলবলের কাছে। এ খবর পেয়েই তার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে হামলা চালায় গ্যাংস্টার গ্রুপটি। হকি স্টিকের ভেতর ছোট্ট একটি অস্ত্র লুকিয়ে রেখে অভিনেতাকে মারার ছক কষা হয়েছিল গ্রুপটি।

বার বার হত্যার হুমকি দেয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে মুম্বাইয়ের বান্দ্রার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান অভিনেতা। এ ঘটনার পরেই সালমানের বাড়তি নিরাপত্তা দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

ঘটনার তদন্তে নেমে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট ও চারপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। ঘটনার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ ৪ জুন অভিনেতা সালমান এবং তার ভাই আরবাজ খানের জবানবন্দি রেকর্ড করে। পরে তাদের বক্তব্য চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার আবোহারের কাছে ধত্তারানওয়ালি গ্রামের এক সচ্ছল কৃষক পরিবারের ছেলে বিষ্ণই। বর্তমানে তিহার জেলে বন্দি সে। বিষ্ণইয়ের বিরুদ্ধে হত্যা থেকে চাঁদাবাজি পর্যন্ত দুই ডজন মামলা রয়েছে। বিশ্বের প্রায় ৭০০ শ্যুটারের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

করণের সিনেমা 'কিল' হলিউডে, নায়ক হতে পারেন কিয়ানু রিভস

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মুক্তি পেয়েছে করণ জোহর প্রযোজিত ছবি 'কিল'। ইতিমধ্যেই এই অ্যাকশন-থ্রিলারে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন লক্ষ্য ও রাঘব জুয়াল। নজর কেড়েছেন ছবির মুখ্য অভিনেত্রী তানিয়া মানিকতলা। এবার 'কিল' ছবির মুকুটে জুড়লো নতুন পালক। ছবির প্রযোজনা সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়েছে হলিউডে এবার রিমেক করা হবে এই হিন্দি ছবির।

হলিউডে নিখিল নাগেশ ভট্ট পরিচালিত এই ছবি তৈরির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে '৮৭ ইলেভেন এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি'। এই সংস্থার প্রযোজনাতেই তৈরি হয়েছে জনপ্রিয় হলিউড নায়ক কিয়ানু রিভস অভিনীত 'জন উইক'-এর মতো ধুন্ধুমার অ্যাকশন সিরিজ। শোনা যাচ্ছে, এই প্রযোজনা সংস্থার অন্যতম কর্ণধার চ্যাড স্ট্যালহেস্কি নাকি 'কিল' সম্পর্কে বলেছেন যে সাম্প্রতিক সময়ে এরকম দুরন্ত অ্যাকশনের ছবি আর দেখেননি তিনি। তাই এই প্রজেক্টের সঙ্গে কাজ করবে ভেবে যথেষ্ট উত্তেজিত তিনি। একই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, 'কিল' ছবির হলিউড রিমেকে প্রযোজক করণ জোহর, পরিচালক নিখিলকেও যুক্ত করা হবে। এই খবর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। জল্পনা শুরু হয়েছে তাহলে কি কিয়ানু রিভস 'কিল'-এর হলিউড রিমেকে মুখ্য অভিনেতায় অভিনয় করতে চলেছেন? কারণ অ্যাকশন ঘরানার ছবি ভীষণ পছন্দ 'ম্যাট্রিক্স' অভিনেতার। এছাড়া '৮৭ ইলেভেন এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি'র প্রযোজনাতেই 'জন উইকস' সিরিজের চারটি ছবিতে প্রধান ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাকে। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনও কোনও বিবৃতি আসেনি 'জন উইক' ছবির তারকা কিংবা প্রযোজক করণ জোহরের তরফে।

নব্বইয়ের বলিউড প্রসঙ্গে যেসব তথ্য ফাঁস করলেন মনীষা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে তার কাজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সব সময়েই খোলা মনে কথা বলেন অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা। সম্প্রতি, নব্বইয়ের দশকে বলিউডের কর্মপদ্ধতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন অভিনেত্রী। একই সঙ্গে সে সময় অভিনেত্রীদের প্রতি ইন্ডাস্ট্রির মনোভাব কী রকম ছিল, সে প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেছেন অভিনেত্রী।

মনীষা জানান, সেই সময় অভিনেত্রীরা মদ্যপান করলে, তা গোপন করে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো। অভিনেত্রী বলেন, 'সওদাগর'-এর সময়ে নরম পানীয়ের সঙ্গে ভদকা মিশিয়ে আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল মদ্যপান করছি, সেটা কাউকে না জানাতে। আমি নরম পানীয় খাচ্ছি, সেটাই বলতে বলা হয়েছিল।

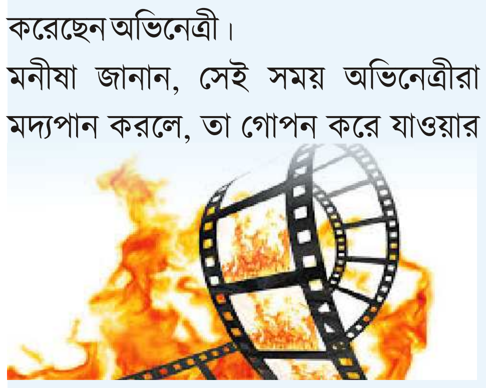

মনীষা জানান, বিষয়টা তিনি পরে তার মাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার মা সব সময় সত্যি কথা বলার পরামর্শ দেন মেয়েকে।

মনীষা বলেন, "যদি আমি কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়াই, তা হলে আড়াল করব কেন? কেউ আমাকে তার জন্য বিচার করতেই পারেন। কিন্তু আমি আমার নিজের শর্তে বাঁচতে চাই।"

কথা প্রসঙ্গেই মনীষা জানান, সেই সময় ইন্ডাস্ট্রিতে নায়কের একাধিক প্রেমিকা থাকা নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। মনীষার কথায়, "কিন্তু অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে বলতে হতো, 'না, না আমায় কেউ স্পর্শ করেনি!' ফলে অনেকেই মনে করতেন যে, অভিনেত্রীদের সঙ্গে সহজেই সম্পর্কে জড়ানো যায়।"

মনীষা জানান, কোনও অভিনেত্রী যদি তার ব্যক্তিগত জীবনে বেশি মন দিতেন, তাহলে অনেকেই নাকি তাকে 'অপেশাদার' বলে মনে করতেন। মনীষার কথায়, "ব্যক্তিগত জীবন বা কারও সঙ্গে সম্পর্কে থাকার অর্থ এটা নয় যে, আমি কাজের প্রতি সৎ থাকব না।"

অভিনেত্রীর মতে, সেই সময় ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দাপট ছিল, যার সঙ্গে তিনি নিজেকে মেলাতে পারেননি।

হুমকি পেয়েও হাল ছাড়েননি রাইমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহুদিন পর মুক্তি পেতে যাচ্ছে টালিউডের সুদর্শনী নায়িকা রাইমা সেনের নতুন সিনেমা। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে 'মা কালী' নামের সিনেমাটির টিজার। সিনেমার মুখ্য ভূমিকায় রাইমার বিপরীতে দেখা যাবে অভিষেক সিংকে। প্রায় দুই মিনিটের টিজার নিয়ে শুরু হয়েছে নানামুখী চর্চা। দেশভাগের আগে বাঙালিদের ওপর নির্মম অত্যাচারের হৃদয়বিদারক কাহিনী নিয়ে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন বিজয় ইয়ালাকান্তি। টিজার প্রকাশের পর জানা গেছে, এ সিনেমায় কাজ না করতে হুমকি দেওয়া হয়েছিল রাইমাকে, কিন্তু তাতে পাত্তা না দিয়ে কাজটি শেষ করেন তিনি। নির্মাতা সূত্র জানিয়েছে, সিনেমার প্রেক্ষাপট ১৯৪৬ সালের ১৬ অগাস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; ইতিহাসে যা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' বা '১৯৪৬ ক্যালকাটা কিলিংস' নামে পরিচিত। সে সময় গণহত্যার নৃশংসতা এবং কীভাবে ভারত ভাগের আগুন বাংলা থেকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা দেখানো হবে পর্দায়। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করেই বলা হলে সেকালের সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কথা। টিজারে সিনেমার গল্পের যে ঝলক দেখা গেছে তাতে দেশভাগের সময় মানুষের কষ্ট, যন্ত্রণা, অত্যাচারের কথা তুলে ধরা হয়েছে সিনেমাটিতে। ব্রিটিশদের বাংলা ভাগের পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পুরো সিনেমাজুড়ে।

স্বাধীনতার আগে অপ্রকাশ্য কিছু ঘটনা বাঙালি হিসেবে তুলে ধরার তাগিদ থেকে তিনি সিনেমাটিতে কাজ করেছেন জানিয়ে রাইমা বলেন, এ ছবির চিত্রনাট্য পড়ে জানতে পেরেছি দেশভাগের ইতিহাস। রাইমা আরও জানান, চিত্রনাট্য পড়ার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। তার মনে হয়েছে, এই অন্যায় দিনের পর দিন বাংলা এবং বাঙালি সহ্য করে আসছে। যেহেতু তিনিও একজন বাঙালি। তাই সেই জায়গা থেকে তারও সেসব তুলে ধরা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

এর আগে এই সিনেমার কয়েকটি পোস্টার প্রকাশ্যে আসার পর হুমকিও পেয়েছিলেন রাইমা সেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি অবাক। এ-রকমও যে হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। হিন্দি ও বাংলা ভাষায় রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভালো চরিত্র দেখেই ছবিটা করতে রাজি হই। ছবি না দেখে আগে থেকে কোনো কিছু অনুমান করে নেওয়া উচিত নয়। এর আগে গত বছর 'ভ্যাকসিন ওয়ার' ছবির ট্রেলার দেখেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক কিছু লেখা হয়েছিল। কিন্তু তারপর ছবিটা দেখে সবাই চুপ করে যান।' 'মা কালী' মুক্তির পরও একই ঘটনা ঘটবে বলে আশা রাইমার। বাংলা ছাড়াও একাধিক ভাষায় সিনেমাটি মুক্তির কথা রয়েছে। তবে সিনেমার মুক্তির তারিখ নিয়ে এখনও কোনো ঘোষণা আসেনি।

সুয়ারেজ-পেরেইরার

পাল্টা কথার লড়াই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের ফুটবলার আন্দ্রেস পেরেইরার বলেছিলেন, উরুগুয়ে খুশি হতো ব্রাজিলের মতো একজন মিডফিল্ডার পেলেই। সেই কথার রেশ বহুদূর ছড়িয়েছে। পেরেইরার ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন লুইস সুয়ারেজ। ব্রাজিল-উরুগুয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে পেরেইরা মন্তব্য অসম্মানজনক বলে উরুগুয়ের ইতিহাস জানতে বলেছেন সুয়ারেজ।

কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে গোলশূন্য ড্রয়ের পর পেনাল্টি শুটআউটে ব্রাজিলকে হারায় উরুগুয়ে। সেমিফাইনালে ওঠার পর সাংবাদিকদের সুয়ারেজ বলেন, 'বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার আমাদের আছে। আছে বিশ্বসেরা ফুটবলারও। উরুগুয়ে নিয়ে কথা বলার সময় আরও সম্মান দেখানো উচিত। উরুগুয়ের ইতিহাস তো জানতে হবে।'

কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর অবশ্য সুর বদলেছেন পেরেইরা। ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, 'খুব সাধারণ একটা কথা বলেছি যে আমাদের (ব্রাজিল) খেলোয়াড়দের ভালো মনে হচ্ছে আমার কাছে। যদি সেটা তাদের সুবিধামতো কাজে লাগাতে পারে, তাহলে তারা যা কিছু করতে পারে। তবে উরুগুয়ের প্রতি কোনো রকম অশ্রদ্ধা দেখাইনি আমি।'

কথার লড়াইয়ের শুরু মূলত পেরেইরার এক বক্তব্য থেকে। ব্রাজিল-উরুগুয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে পেরেইরা বলেছিলেন, তাদের (ব্রাজিল) মিডফিল্ড অনেক ভালো। নাম ধরে ধরে তুলনা করলে উরুগুয়ে এমন একটা দলের ব্যাপারেই স্বপ্ন দেখবে বলে জানিয়েছিলেন পেরেইরা। এই কথার পাল্টাই দিয়েছেন সুয়ারেজ।

মার্টিনেজের 'বাজপাখি' হয়ে ওঠার গল্প

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্ব মঞ্চে শেষ মুহূর্তে যখনই বিপদ এসেছে তখনই ঢাল হিসেবে রক্ষা করেছেন তিনি। একের পর এক রূপকথার গল্প লিখে জিরো থেকে হিরো বনে গিয়েছেন রীতিমতো। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছেন, এর আগেই জিতিয়েছেন কোপা আমেরিকা; তবুও জেতার ক্ষুধা কমেনি। তিনি আর কেউ নন, 'বাজপাখি' খ্যাত আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

তবে তার ক্যারিয়ারের শুরুর গল্পটা এরকম ছিল না। মার্টিনেজ খেলতেন আর্সেনালে, যেখানে কোনোভাবেই জায়গা পাচ্ছিলেন না মূল স্কোয়াডে। তখন আর্সেনালের গোলবার সামলাচ্ছেন দুর্দান্ত ফর্মের জার্মান গোলকিপার বার্নড লেনো। তবে ব্রাইটনের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ফ্রান্সের খেলোয়াড় নেইল মুপে'র সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে লেনো ইনজুরিতে পড়েন। মাঠে ঢোকেন বদলি গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ২০২০ সালের ২০ জুন; শুরু হয় নতুন এক ইতিহাস। মার্টিনেজ আর্সেনাল ছাড়ার আগ পর্যন্ত আর মূল দলে ফিরতে পারেননি বার্নড লেনো। জার্মান গোলরক্ষক ইনজুরি থেকে ফিরতে ফিরতে ধারাবাহিক নৈপুণ্য দিয়ে মূল দলে সেট হয়ে যান মার্টিনেজ। সেবার ইংলিশ এফএ কাপের ফাইনালে চেলসির বিপক্ষে দুর্দান্ত কিপিং করেন 'বাজপাখি' খ্যাত মার্টিনেজ। ২-১ গোলের জয়ে শিরোপা কুড়ায় আর্সেনাল।

পরের মৌসুমে ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব অ্যাস্টন ভিলায় রেকর্ড ২০ মিলিয়ন ইউরোতে যোগ দেন মার্টিনেজ। তখনও আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সি ওঠেনি তার গায়ে। অ্যাস্টন ভিলায় প্রাচীর হয়ে ওঠা মার্টিনেজকে জাতীয় দলে ডাকতে বাধ্য হন লিওনেল স্কালোনি। ২০২১ সালের ১৪ জুন প্রথমবার আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে চিলির বিপক্ষে মাঠে নামেন মার্টিনেজ। ১-১ গোলে ড্র হওয়া ওই ম্যাচে দুর্দান্ত সেভ দিয়ে হার থেকে রক্ষা করেন দলকে। মাত্র এক বছরের মাথায় হয়ে যান আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অন্যতম ভরসা। সুযোগ পান বিশ্বকাপ দলে। আর আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে এমি হয়ে ওঠেন অনন্য।

বড় টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার জার্সিতে এ পর্যন্ত চারবার টাইব্রেকারে মুখোমুখি হয়েছেন মার্টিনেজ। গোলবারে নিচে তার বিশ্বস্ত হাতের ক্যারিশমায় চারবারই জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ২০২১ কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে টাইব্রেকারে তিনটি শট রুখে দিয়ে রেকর্ড গড়েন এমি। পরে ফাইনালে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা কুড়ায় আর্জেন্টিনা। এমির কৃতিত্বে ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস ও ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে বিশ্বকাপ ঘরে তোলে আর্জেন্টাইনরা। ইকুয়েডরের বিপক্ষে এবারের কোপার কোয়ার্টার ফাইনালে ২টি দুর্দান্ত সেভ করেছেন মার্টিনেজ। ৪-২ গোলে জিতে সেমিতে উঠেছে আর্জেন্টিনা। নিজের ক্যারিয়ারে আর্জেন্টিনার হয়ে মোট ২৪টি পেনাল্টি শটের মুখোমুখি হয়েছেন মার্টিনেজ। এর মাঝে ৯টিই ঠেকিয়ে দিয়েছেন তিনি, প্রতিপক্ষের ফুটবলার মিস করেছেন ৩টি। বাকি ১২ শটে হয়েছে গোল। সব মিলিয়ে মোট ৫০ শতাংশ পেনাল্টি শটেই এমির বিপক্ষে গোল করতে পারেনি প্রতিপক্ষ!

ব্যর্থতার পর কোচ দরিভালকে

নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিল ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স খুব একটা সুবিধার না। তাই চলমান কোপা আমেরিকা ছিল তাদের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। তবে সেখানেই ব্যর্থ তারা। কোনোরকমে গ্রুপ পর্ব পার হলেও কোয়ার্টার ফাইনাল পার হতে পারেনি। উরুগুয়ের বিপক্ষে হেরে আসর থেকে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল।

গত জানুয়ারিতে ফার্নান্ডো দিনিজকে ছাঁটাই করে দরিভাল জুনিয়রকে দেওয়া হয় ব্রাজিলের দায়িত্ব। তুলনামূলক তার অধীনে কিছুটা হলেও ভালো খেলছে সেলেসাওরা। কোপা আমেরিকার ব্যর্থতায় অনেকেই বড় দায় দেখছেন দরিভালের। তবে এখনই তার ওপর আস্থা হারাচ্ছে না দেশটির ফুটবল ফেডারেশন। ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনিই দেশটির কোচের দায়িত্বে থাকছেন। এমনটাই জানিয়েছেন সিবিএফের প্রেসিডেন্ট এডনাল্ডো রদ্রিগেজ।

সম্প্রতি ইএসপিএন ব্রাজিলকে এডনাল্ডো বলেন, 'আগামী দুই মাসের মধ্যে আমাদের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খেলা আছে, তাই পরিকল্পনা হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া। এখন বিশ্বকাপের চক্র শুরু হয়ে গেছে এবং সে এবং তার কোচিং স্টাফ জানেন, কোথায় কোথায় পরিবর্তন দরকার। ভুলটা কোথায় তা দরিভাল খুঁজে বের করেছেন। এভাবেই একটা জয়ী দল গড়ে ওঠে।'

দরিভাল জানুয়ারিতে এলেও মার্চে প্রথমবার ডাগআউটে দাঁড়ান। দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে ক্যাম্পে খেলোয়াড়দের একত্রিত করার পাশাপাশি দলকে গোছানোতেই সময় কাটিয়েছেন। অবশ্য কোপা আমেরিকা থেকে বিদায়ের সব দায় মাথা পেতে নিয়েছেন দরিভাল। তবে দলকে সামনে দলকে এগিয়ে নিতে এবং উন্নতি এনে দিতে তিনি সচেষ্ট বলেও জানিয়েছেন।

ব্যালন ডিঅরে এগিয়ে কে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারের ব্যালন ডি'অর ঘোষণার আগে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের নাম। ২০২৪ সালে তাকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার স্বদেশি বেশ কয়েকজন সাবেক তারকা। জুনের প্রথম সপ্তাহেই ডি'অর এবং ভিনিকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন ব্রাজিল লিজেন্ড রিভালদো। এরপর এই তালিকায় যোগ দেন রোনালদোও। দু'সপ্তাহ আগে অবশ্য বলেছেন নেইমারও। কোপায় ব্রাজিল ছিটকে গেলে সে আশার পারদ অনেকটাই নিম্নমূখী হয়েছে। অন্যদিকে ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। এবার দেখা যাক কি আছে ভিনিসিয়ুসের ভাগ্যে।

ফিফা বিশ্বকাপের পর ফুটবলে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি হয় উয়েফা ও কোপা আমেরিকা নিয়ে। এ বছরের পুরস্কারে তাই এ দুটি টুর্নামেন্টের প্রভাব থাকবে স্পষ্ট। পাশাপাশি ভোটারদের (মনোনীত সংবাদকর্মী) সিদ্ধান্তও বড় নিয়ামক হিসেবা কাজ করবে। এখন দেখা যাক কোপা আমেরিকা ও ইউরোর পর ভিনিসিয়ুস কোথায় থাকেন।

সাধারণত ৩টি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সাংবাদিকরা ব্যালন ডি'অর নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকেন। এখানে বিবেচনা করা হয় সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স, দলের সাফল্য এবং আচরণ ও ফেয়ার প্লে। প্রথম দুটিতে এ মৌসুমে ভিনিসিয়ুসই এগিয়ে। কিন্তু তৃতীয় মানদণ্ডে নেতিবাচক পয়েন্টই যুক্ত হতে পারে ভিনির নামে।

মৌসুমজুড়ে নিজে যেমন বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন, আবার আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ার কারণে সমালোচিতও হয়েছেন। আর শেষ বেলায় তার দল ব্রাজিল যে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালই টপকাতে পারেনি, তাতে ভিনির ব্যর্থতাও অন্যতম কারণ। এবারের ব্যালন ডি'অরের অন্যতম দাবিদার ভিনির সতীর্থ ও বন্ধু ড বেলিংহাম। ২১ বছর বয়সি ইংলিশ মিডফিল্ডার রিয়ালে যোগ দিয়ে প্রথম মৌসুমেই রীতিমতো হইচই ফেলেছেন। দলীয় সাফল্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মৌসুম শেষ করেছেন ৪২ ম্যাচে ২৩ গোল করে ও ১৩ গোল করিয়ে। ব্যালন ডি'অর ভোটে বেলিংহামের পক্ষে কাজ করবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপও। এছাড়া আরো শোনা যাচ্ছে কিলিয়ান এমবাপ্পের নাম। পিএসজিতে শেষ মৌসুমে লিগ জিতেছেন এমবাপ্পে, খেলেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালেও। প্যারিসের ক্লাবটিতে ৪৮ ম্যাচে করেছেন ৪৪ গোল।

এছাড়া ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে এগিয়ে আছেন রদ্রি। ম্যানচেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ক্লাবে দুর্দান্ত এক মৌসুম কাটিয়েছেন, ইউরোতে সিটির হয়ে ১২ গোল ও ১৫ অ্যাসিস্ট করা রদ্রি মৌসুমে জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ ও উয়েফা সুপার কাপ।

এদের বাইরে হ্যারি কেইন, ফিল ফোডেন, টনি ক্রুস আর লিওনেল মেসির নামই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। সুতরাং স্পষ্টভাবে কাউকেই এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

ফিটনেস ইস্যুতে

কঠোর পাকিস্তান কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী মাসে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে পাকিস্তান সফরে যাবে বাংলাদেশ। তার আগেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পাকিস্তানের লাল বলের নতুন কোচ জেসন গিলেস্পি। প্রথমবারের মতো সংবাদ সম্মেলনে এসে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই বোলার জোর দিয়েছেন ফিটনেসে।

পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের ফিটনেসে চোখ রেখে গিলেস্পি সাংবাদিকদের গতকাল বলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আপনাকে ফিট থাকতে হবে, এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবার ফিটনেসের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা উচিত। এটা কোনো খেলোয়াড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।'

ফিটনেস ছাড়াও ধারাবাহিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব গিয়েছেন গিলেস্পি। তুলে এনেছেন পাকিস্তানের সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের কথাও, 'অস্ট্রেলিয়া সিরিজে পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে হেরেছে কিন্তু ভালো খেলেছে। সিরিজে এমন সময়ও ছিল যেখানে প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব রেখেছে তারা। পাকিস্তান দল প্রচুর প্রতিভাবান কিন্তু পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা তাদের মূল সমস্যা। আমরা দেখব কীভাবে পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা আনা যায়।

ফিল্ডিংয়েও পাকিস্তানের দুর্বলতা নিয়ে বলেছেন গিলেস্পি, 'আমার মনোযোগ লাল বলের ক্রিকেটে। আমি পাকিস্তান শাহিনসকে (পাকিস্তান 'এ' দল) নিয়েও অস্ট্রেলিয়া সফর করব। আমি জেফ লসন ও শন টেইটের (পাকিস্তানের সাবেক বোলিং কোচ) সঙ্গেও পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের ব্যাপারে কথা বলেছি। সবারই একই মত যে, ফিল্ডিং পাকিস্তানের দুর্বল দিক, তাই এটা আমার প্রাধান্যের বিষয় হবে। আমার ক্ষেত্রে লক্ষ্য এটাই হবে যে, আমরা বড় প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কীভাবে খেলি।'

পন্টিংয়ের সর্বকালের সেরা একাদশে যারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা অধিনায়ক রিকি পন্টিং। অজি সাবেক এই অধিনায়কের অধীনে দুইবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। জিতেছে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপাও। অস্ট্রেলিয়ান এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার সর্বকালের সেরা একাদশ বেছে নিয়েছেন। যাদের সঙ্গে তার খেলার সুযোগ হয়েছে, তাদেরকেই একাদশে রেখেছেন ৪৯ বছর বয়সি সাবেক এই ক্রিকেটার। পন্টিংয়ের সর্বকালের সেরা একাদশে যারা আছেন-

জাস্টিন ল্যাঙ্গার: সর্বকালের সেরা একাদশে অস্ট্রেলিয়ান সাবেক তারকা ক্রিকেটার জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে রেখেছেন রিকি পন্টিং। ক্যারিয়ারের শুরুতে তিন নম্বরে ব্যাট করতেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। পরে তিনি ওপেনিংয়ে ব্যাট করেন। ওপেনার হিসেবে বহু বোলারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন ল্যাঙ্গার।

ম্যাথু হেইডেন: দলের দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবেও সতীর্থকেই বেছে নিয়েছেন পন্টিং। ল্যাঙ্গার এবং ম্যাথু হেডেনের খেলার ধরন আলাদা হলেও দুই বাঁহাতি বোলারদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতেন।

জ্যাক ক্যালিস: দক্ষিণ আফ্রিকা তো বটেই, ক্যালিস বিশ্বেরও সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। টেস্ট হোক বা ওয়ানডে, ব্যাট হোক বা বল, দলকে জেতাতে বারবার জ্বলে উঠেছেন ডানহাতি এই অলরাউন্ডার। পন্টিংয়ের দলে তিন নম্বরে নামবেন তিনি।

শচীন টেন্ডুলকার: পন্টিংয়ের দলে থাকা একমাত্র ভারতীয় হলেন শচীন টেন্ডুলকার। সর্বকালের সেরা এই ব্যাটসম্যানকে চার নম্বরে রেখেছেন পন্টিং। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি পার্টটাইম স্পিন বোলিংও ভালোই করেন শচীন।

ব্রায়ান লারা: শচীনের পরে পন্টিং দলে রেখেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারাকে। তিনি ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। তার নামের পাশে রয়েছে বহু রেকর্ড।

কুমার সাঙ্গাকারা: পন্টিংয়ের সর্বকালের সেরা একাদশের অধিনায়ক শ্রীলংকান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারা। ব্যাটিংয়ে ভরসা দেওয়ার পাশাপাশি দল পরিচালনাতেও দক্ষ লংকান এই বাঁহাতি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট: পন্টিংয়ের দলের তৃতীয় অসি ব্যাটসম্যান অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত বাঁহাতি এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। তাকেই উইকেটের পেছনে দায়িত্ব দিয়েছেন সামলাবেন।

শেন ওয়ার্ন: দলের স্পিন বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন। টেস্ট বা ওয়ানডে, শেন ওয়ার্নের ঘূর্ণি বল খেলা খুবই কঠিন। তার বলে বিভ্রান্ত হয়েছেন বিশ্বের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যানরাও। অবশ্য শেন ওয়ার্ন এখন প্রয়াত। ২০২২ সালের মার্চে ৫২ বছর বয়সে মারা যান।

ওয়াসিম আকরাম: পন্টিংয়ের দলে থাকা একমাত্র পাকিস্তানি ক্রিকেটার হলেন ওয়াসিম আকরাম। বাঁহাতি পেস বোলিংয়ের পাশাপাশি লোয়ার-মিডল অর্ডারে ব্যাট হাতেও সাবলীল আকরাম।

কার্টলি অ্যামব্রোস: দলে দুইজন ডানহাতি পেসারকে রেখেছেন রিকি পন্টিং। তাদের মধ্যে একজন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কার্টলি অ্যামব্রোস। নতুন বলে বিধ্বংসী ছিলেন এই ক্যারিবীয় পেসার।

গ্লেন ম্যাকগ্রা: সর্বকালের সেরা একাদশে সতীর্থ গ্লেন ম্যাকগ্রাকে রেখেছেন রিকি পন্টিং। তিনি এই দলের পঞ্চম অসি ক্রিকেটার।

ইয়ামালের সামনে

জোড়া রেকর্ডের হাতছানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠেছে স্পেন। তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতায় মোড়ানো এই দলটার অন্যতম চালিকাশক্তি মিডফিল্ডার লামিনে ইয়ামাল। সদ্যই স্কুলজীবন পার করা এই কিশোর ইতোমধ্যে আসরের আলো নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। সেমিফাইনালের মঞ্চে তার সামনে উঁকি দিচ্ছে দুটি রেকর্ড। ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনায় খেলা ইয়ামালের বয়স মাত্র ১৬। ইউরোতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্পেনের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেই সবচেয়ে কম বয়সে ইউরোতে অভিষেকের রেকর্ড গড়েছেন স্প্যানিশ এই উদীয়মান। ভেঙেছেন পোল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার কজলভস্কির রেকর্ড। ২০২১ ইউরোতে তার অভিষেক হয়েছিল ১৭ বছর ২৪৬ দিন বয়সে।

এছাড়াও সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে এক ইউরোতে গড়েছেন সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট করার নজির। সবচেয়ে কম বয়সে গোলে সহায়তাকারী হিসেবেও রেকর্ডের খাতায় নাম তুলেছেন বার্সেলোনার এই কিশোর। এবার তাকে ডাকছে আরও দুটি রেকর্ড। ইউরোর চলমান আসরে গোলের দেখা পেলেই ইয়ামাল হবেন ইউরোর ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা। বর্তমানে সবচেয়ে কম বয়সে ইউরোতে গোলের রেকর্ডটির মালিক সুইজারল্যান্ডের ইয়োহান ভলনানথেন। ২০০৪ সালে ১৮ বছর ১৪০ দিন বয়সে গোল করেছিলেন তিনি। আর সেমিফাইনালে স্পেন যদি ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে পারে তাহলে ইয়ামাল হবেন ইউরোর ফাইনাল খেলা সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR